সংবাদ

তারিখ 17 MAR 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

৪০

অনিয়ম দুর্নীতি : রাবি ভিসির অপসারণ দাবি শিক্ষকদের

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, রাজশাহী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ এনে ফের তার পদত্যাগ দাবি করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ। গতকাল শুক্রবার এক বিবৃতিতে তারা এ দাবি করেন। বিবৃতিতে তারা বলেন, উপাচার্য অধ্যাপক আলতাফ হোসেন তার কার্যকালে বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি লংঘন করে স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন ও সিন্ডিকেটে শিক্ষক প্রতিনিধিদের মেয়াদকাল শেষ হওয়ার পরও তিনি নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে শূন্যস্থান পূরণ না করে সাবেক ডিনদের দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখার এক অবৈধ আদেশ জারি করেন।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, এর আগে কয়েকবার তার অনিয়ম, দলীয়করণ, আর্থিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং দেশবাসীকে জানানোর লক্ষ্যে শ্বেতপত্রও প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু তার অনিয়ম ও দলীয় আচরণ এখনও অব্যাহত আছে। গত ১৫ মার্চ

দাবি : পৃঃ ১১ কঃ ৩

দাবি : শিক্ষকদের

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যরা ১৯৭৩-এর বিধি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা এবং দলমত নির্বিশেষে সবার স্বার্থরক্ষার দাবি নিয়ে উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি এসব ব্যাপারে আগের মতোই অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেন। এমনকি তিনি আগামী ১৮ মার্চ অনুষ্ঠেয় সমাজকর্ম বিভাগের শিক্ষকদের পদোন্নতির বিষয়ে একটি নির্বাচনী সভা স্থগিত করার ঘোষণা দেন। এ সভা স্থগিত করায় দীর্ঘদিন ধরে পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত আছেন এমন একজন শিক্ষক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

বিবৃতিতে অবিলম্বে স্থগিতকৃত নির্বাচনী সভা ফের আহ্বানের দাবি জানিয়ে বলা হয়, প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ সরকারের কাছে বর্তমান উপাচার্যের অপসারণের দাবি পুনর্ব্যক্ত করছে এবং ঘোষণা করছে, এ অবস্থার অবসান না হলে প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ মনোনীত এবং শিক্ষকদের ভোটে নির্বাচিত ডিন ও সিন্ডিকেট সদস্যরা প্রতিবাদস্বরূপ পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন।

বিবৃতিতে সই করেন এমন শিক্ষকরা হলেন আবদুস সোবহান, এন্তাজুল হক, জালালউদ্দিন, মোখলেসুর রহমান, মিজানউদ্দিন, মাহবুবর রহমান, শাহ নওয়াজ আলী, মোজাফফর হোসেন, গোলাম কবীর, মলয় ভৌমিক, এসএম আবু বকর, আনন্দ কুমার সাহা, মু. নূরুল্লাহ, আবদুল লতিফ, আবুল কাশেম, সৈয়দ শামসুদ্দিন আহমেদ, শামসুদ্দিন ইলিয়াস, সুজিত সরকার, সরকার আলী আক্কাস, ফায়েক-উজ-জামান প্রমুখ।